ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন

[দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা উভয়ই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে। সীমিত সম্পদের মধ্যে দারিদ্র মোকাবেলা সরকারের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। সরকারের নেয়া নানা উন্নয়ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের আয়-দারিদ্র এবং মানব-দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ যা ২০১৫ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৮ শতাংশে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৩৭,৫৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১২.৭২ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৯ শতাংশ। এর আওতায়-বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) ১ নং উদ্দেশ্য নির্ধারিত সময়ের আগেই পূর্ণ করেছে। দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কাজ করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩৫,৭৮৮.৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে এবং এ সময়ে ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের পরিমাণ ৩১,৩০৯.৪৯ কোটি টাকা। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।]

দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

দারিদ্র বিমোচন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ এবং একই সাথে সামাজিক উদ্যোগ দারিদ্র বিমোচনের সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে প্রতিবছর দারিদ্র হার ১.২ শতাংশ করে নামিয়ে আনার বিপরীতে বাংলাদেশে প্রতিবছর দারিদ্র হার ১.৭৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে (Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015)। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত ৮.০ এর বিপরীতে ৬.৫ অর্জন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল; বাংলাদেশ ২০১২ সালেই সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে (১৯৯১ সালে দারিদ্র সীমার হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১২ সালে ২৯.০ শতাংশ)। দারিদ্র হ্রাসের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। এ সফলতা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। দারিদ্র হ্রাস পাওয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে। Human Development Report - 2015 অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ১০৬টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ২০১৪ সালে ০.২৩৭ এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৭ এ ছিল ০.২৯২।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। এ উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশ আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি রূপকল্প হিসেবে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, দারিদ্র নিরসনসহ আরও কতিপয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি

জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র কমিয়ে আনা। UNDP-বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে 'Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2015' শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী রয়েছে। দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারণিতে ১৩.১-এ দেয়া হলো:

সারণি ১৩.১ একনজরে দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত)	ভিত্তি বৎসর ১৯৯০-৯১	বর্তমান অবস্থা (সেপ্টেম্বর, ২০১৫)	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা
লক্ষ্যমাত্রা ১: চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ			
লক্ষ্য ১কঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা			
১.১ এক ডলার (পিপিপি) এর নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ	৭০.২ (১৯৯২)	৪৩.৩	২৯.০
১.২ দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত	১৭.০ (১৯৯২)	৬.৫	৮.০
১.৩ জাতীয় ভোগ এ দরিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা অংশ	৮.৭৬ (২০০৫)	৮.৮৫	প্রযোজ্য নয়
লক্ষ্য ১খঃ মহিলা ও যুবসমাজসহ সকলের জন্য পূর্ণকালীন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ			
১.৫. মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার (১৫+)	৪৮.৫	৫৭.১	সকলের জন্য
লক্ষ্য ১গঃ ক্ষুধাক্লীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা			
১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ওজনসম্পন্ন শিশুদের অবস্থা	৬৬.০	৩২.৬ (BDHS)	৩৩.০
১.৯ ন্যূনতম খাদ্যশক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার	২৮.০	১৯.৫	১৪.০

উৎসঃ Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report -2015

বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয় ২০১০ সালে। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (Hard Core Poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রথমবারের মতো ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দারিদ্রের গতিধারা

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে (উচ্চ দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে কমে ৪০.০ শতাংশে পৌঁছেছে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (শহরাঞ্চল ৪.২ শতাংশ, পল্লী এলাকা ৩.৫ শতাংশ)। অপরদিকে, ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪০.০ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৪.৬৭ শতাংশ। এ সময়েও দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (শহরাঞ্চল ৫.৫৯ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে ৪.২৮ শতাংশ)। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপকৃত) বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে এবং তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানে বর্গ দ্বারা পরিমাপকৃত) হ্রাসের ক্ষেত্রেও পল্লী এলাকা শহরাঞ্চলের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে (যথাক্রমে ৬.৬৩ শতাংশ ও ৯.১৫ শতাংশ)।

সারণি ১৩.২ আয়-দারিদ্রের গতিধারা

	২০১০	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০ থেকে২০০৫)
মাথা-গণনা সচক					
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	-৪.৬৭	৪৮.৯	-৩.৯
শহর	২১.৩	২৮.৪	-৫.৫৯	৩৫.২	-৪.২
পল্লী	৩৫.২	৪৩.৮	-৪.২৮	৫২.৩	-৩.৫
দারিদ্র ব্যবধান					
জাতীয়	৬.৫	৯.০	-৬.৩০	১২.৮	-৬.৮০
শহর	৪.৩	৬.৫	-৭.৯৩	৯.১	-৬.৫১
পল্লী	৭.৪	৯.৮	-৫.৪৬	১৩.৭	-৬.৪৮
দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.০	২.৯	-৭.১৬	৪.৬	-৮.৮১
শহর	১.৩	২.১	-৯.১৫	৩.৩	-৮.৬৪
পল্লী	২.২	৩.১	-৬.৬৩	৪.৯	-৮.৭৫

উৎসঃবাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

মাথা-গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারি দারিদ্র প্রবণতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার সারণি ১৩.৩-এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৩ মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা অনুপাত)

জাতীয়/বিভাগ	২০১০			২০০৫		
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	১৭.৬	২১.১	৭.৭	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
বরিশাল	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪
চট্টগ্রাম	১৩.১	১৬.২	৪.০	১৬.১	১৮.৭	৮.১
ঢাকা	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮	১৯.৯	২৬.১	৯.৬
খুলনা	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮
রাজশাহী(পূর্বের)	২১.৬	২২.৭	১৫.৬	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪
রাজশাহী (নতুন)	১৬.০	১৬.৪	১৪.৪			
রংপুর	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২			
সিলেট	২০.৭	২৩.৫	৫.৫	২০.৮	২২.৩	১১.০
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
জাতীয়	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪
বরিশাল	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪
চট্টগ্রাম	২৬.২	৩১.০	১১.৮	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮
ঢাকা	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০	৩২.০	৩৯.০	২০.২

খুলনা	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২
রাজশাহী (পূর্বের)	৩৫.৭	৩৬.৬	৩০.৭	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২
রাজশাহী (নতুন)	২৯.৭	২৯.০	৩২.৬	-	-	-
রংপুর	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯	-	-	-
সিলেট	২৮.১	৩০.৫	১৫.০	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

সারণি ১৩.৩ হতে দেখা যায় যে, উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে ২০১০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে জাতীয় দারিদ্রের হার ২০০৫ সাল থেকে ৭.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে (২৫.১ শতাংশ থেকে নেমে ১৭.৬ শতাংশ হয়েছে)। একই সময়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র কমেছে প্রায় অর্ধেক (১৪.৬ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭.৭ শতাংশ); পক্ষান্তরে, পল্লী অঞ্চলে এ হার কমেছে প্রায় এক চতুর্থাংশ (২০০৫ সালে ছিল ২৮.৬ শতাংশ, ২০১০ সালে ২১.১ শতাংশ)। অন্যদিকে, নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে ২০১০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে জাতীয় দারিদ্রের হার পাঁচ বছর আগের তুলনায় কমেছে প্রায় এক চতুর্থাংশ (২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০.০ শতাংশ)। এ ক্ষেত্রেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে দারিদ্র হ্রাসের হার বেশি।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয়ের পার্থক্য এই যে, ব্যয় স্থায়ী জিনিসপত্র ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ভোগ-ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণি ১৩.৪-এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৪ মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০১০	জাতীয়	১১৪৮০	১১২০০	১১,০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৭	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯০	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

সারণি ১৩.৪ এ লক্ষ্য করা যায় যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমশঃ বর্ধনশীল। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল এই ৫ বছরে খানার মাসিক নামিক আয় জাতীয় পর্যায়ে ৫৯.৩৭ শতাংশ, পল্লী এলাকায় ৫৮.২৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫৭.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সালে জাতীয়, পল্লী অঞ্চল ও শহরাঞ্চলে খানার মাসিক নামিক আয় ছিল যথাক্রমে ৭,২০৩ টাকা, ৬,০৯৬ টাকা এবং ১০,৪৬৩ টাকা। ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় পর্যায়ে ১১,৪৮০ টাকা, পল্লী এলাকায় ৯,৬৪৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১৬,৪৭৭ টাকা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়, পল্লী অঞ্চল এবং শহরাঞ্চলে গড় মাসিক ব্যয় ছিল পর্যায়ক্রমে ৬.১৩৪ টাকা, ৫,৩১৯ টাকা এবং ৮,৫৩৩ টাকা ছিল। ৫ বছরে গড় মাসিক ব্যয় যথাক্রমে ৫,০৫৫ টাকা, ৪,২৯৩ টাকা এবং ৬,৯৯৮ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে গড় মাসিক ব্যয় বৃদ্ধির হারও সর্বাধিক। ২০১০ সালে

খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,০০৩ টাকা, পল্লী এলাকায় তা ৯,৪৩৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৫,২৭৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে তা যথাক্রমে ৫,৯৬৪ টাকা, ৫,১৬৫ টাকা এবং ১৫,২৭৬ টাকা ছিল।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০৫ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৫ -এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৫ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১০			২০০৫		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৩	১.৯৮	২.০০	২.২৫	১.৮০
ডিসাইল -২	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১
ডিসাইল -৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬
ডিসাইল -৬	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩
ডিসাইল -৮	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮
ডিসাইল -৯	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮
ডিসাইল -১০	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮
সর্বোচ্চ ৫%	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭
জিনি অনুপাত	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে, ডিসাইল-২ ও ডিসাইল-১০ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে কমেছে। ডিসাইল-১, ৩ ও ৪ অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল-৫ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় বণ্টন অংশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১০ ও ২০০৫ সালে প্রায় স্থির রয়েছে। (২০১০ সালে ০.৭৮ ও ২০০৫ সালে ০.৭৭ শতাংশ)। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে (২৬.৯৩ শতাংশ থেকে ২৪.১ শতাংশে অবনমিত হয়েছে)। সর্বোপরি, জিনি অনুপাত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে যা সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে বলে প্রমাণ করে।

দারিদ্র পরিস্থিতির বর্তমান চিত্র

HIES - ২০১০ এর পরে নতুন HIES এর উপাত্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে ২০১১ সালে দারিদ্রের হার ২৯.৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২৪.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সারণি ১৩.৬ এ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলো:

সারণি ১৩.৬ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র নিরসনের প্রক্ষেপণ

বছর	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে
২০১১	২৯.৯	১৬.৫
২০১২	২৮.৪	১৫.৪
২০১৩	২৭.২	১৪.৬
২০১৪	২৬.০	১৩.৭
২০১৫	২৪.৮	১২.৯

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) ২০২০ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্রের রেখা অনুযায়ী দারিদ্র হার ১৮.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্রের রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র হার ৮.৯ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা

দারিদ্র হ্রাসে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্জিত গতিশীলতা ধরে রাখতে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। হতদরিদ্রদের জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ, গৃহায়ণ, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা প্রভৃতি কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান অভিজ্ঞতার নিরিখে বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ সালের মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলন এবং ২০২১ সালে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৩৭,৫৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১২.৭২ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৯ শতাংশ। টেকসই দারিদ্র বিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং রূপকল্প - ২০২১ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Protection Strategy) প্রণয়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অসমতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। রূপকল্প - ২০২১ এর আলোকে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। দারিদ্র নিরসনে সরকারের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এখনও জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র সীমার নিচে এবং কিছু অংশ দারিদ্র সীমার কাছাকাছি বসবাস করছে। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম মাধ্যম মনে করে। এই প্রেক্ষিতে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে আরও বেগবান, গতিশীল, যথাযথ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট ও সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও কাভারেজ এর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এর ব্যয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে জিডিপি'র ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে তা জিডিপির ২.১৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের খসড়া প্রণীত হয়েছে, এটি চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। এই কৌশলপত্রে পটভূমি ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট, দারিদ্র দূরীকরণে অতীতের অগ্রগতি এবং চলমান চ্যালেঞ্জ, সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির বিবর্তন ও চলমান কার্যসম্পাদন, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ, প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, কৌশলের অর্থায়ন, সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কৌশলে ৫

বছরব্যাপী মধ্যমেয়াদি লক্ষ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচিগুলো জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে একীভূত করা হবে। জীবনচক্রভিত্তিক মূল কর্মসূচিগুলো হলো বয়স্কদের জন্য পেনশন, প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি, শিশুদের জন্য ভাতা, কর্মক্ষম লোকদের জন্য কর্মসূচি, মহিলাদের জন্য কর্মসূচি এবং ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসূচি। তাছাড়াও, এই কর্মসূচিসমূহের তদারকির জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছেঃ

- বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বিবেচনায় রেখে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগদ প্রদানের উল্লেযোগ্য কার্যক্রম হিসেবে বয়স্ক ভাতা খাতে ১,৪৪০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৫৩৪.৩৪ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে PKSF এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ ১০০ কোটি টাকা এবং SDF এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারের রাজস্ব কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহসহ আরো কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বরাদ্দ সারণি ১৩.৭-এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি ১৩.৭ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	বাজেট (২০১৪-১৫) (সংশোধিত)	বাজেট (২০১৫-১৬)
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম	১২,৬৬৭.২৮	১৭,০৪১.৪৩
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৭,৫১০.৮৯	৮,৭২৩.৭৫
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সামাজিক ক্ষমতায়ন	২৮৫.৪৭	২৫২.৫০
বিভিন্ন তহবিল, সামাজিক ক্ষমতায়ন	১৮০.৯০	১৪৯.৫০
বিভিন্ন তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা	১,৪৬৯.৯৩	১,৩৩৮.৫৩
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	৮,৩১৫.৫৮	৯,২৪৯.১৫
নতুন উন্নয়ন প্রকল্প	২০৫.৪৭	৭৯০.৯১
মোট	৩০,৬৩৬	৩৭,৫৪৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম বাবদ ১৭,০৪১.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ দেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়িত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৪৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দের আওতায় মাসিক ৪০০ টাকা হারে ৩০ লক্ষ বয়স্ক লোককে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি ১৯৯৯-০০ অর্থবছর থেকে চালু করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ১১.১৩ লক্ষ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে ৫৩৪.৩৪ কোটি টাকা ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

"দরিদ্র মা" এর জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ খাতে ১৫৮.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম গার্মেন্টস এলাকায় অবস্থিত কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা এবং ৬৪ জেলা সদরে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মায়েদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে ২৪ মাস ব্যাপী মোট ১.২০ লক্ষ জন দরিদ্র মাকে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ খাতে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সন্মানী ভাতাঃ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৮ হাজার টাকা হারে মোট ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধার জন্য মোট ১৪৫.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ কর্মসূচি বাবদ ১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৮.১৮ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষাঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীনে বাস্তবায়নাধীন অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতার আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৬ লক্ষ জনকে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মোট ৩৬০ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে

শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬০ হাজার এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪১.৮৮ কোটি টাকা।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস): দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দেশের পাঁচটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এসব কেন্দ্রের সাফল্যের ভিত্তিতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় ১০৩টি কেন্দ্র চালু করা হয়। ইতোমধ্যে স্থাপিত কেন্দ্রসমূহে এ যাবৎ প্রায় ১.১০ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১১.১৮ লক্ষ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরে ১.০৪ লক্ষ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়তার জন্যে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অটিজমঃ 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' এর আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০ কোটি টাকার রবাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিস্টক শিশুদের সুযোগ- সুবিধা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়। চালু হওয়ার পর থেকে এ কেন্দ্র থেকে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকায় ৪টি এবং অবশিষ্ট ৬ বিভাগে ৬টিসহ সর্বমোট ১০টি 'স্পেশাল স্কুল ফর দি চিলড্রেন উইথ অটিজম' স্কুল চালু করা হয়েছে। এ স্কুলের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অটিস্টিক স্কুলের আওতায় পরিচালনাধীন বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সারা দেশে ৫৬টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে প্রায় ৯,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে।

এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতাঃ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের খোরাকী ভাতা হিসেবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৬.৫০ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত নিবাসীদের বিদ্যমান খোরাকীভাতা জনপ্রতি মাসিক ২,৬০০ টাকা।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে ৬০ হাজার এতিম শিশুর জন্য ৭৫.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। সুবিধাভোগীর সংখ্যা না বাড়লেও চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৭৯.২০ কোটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ সমাজের কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতীয়মান হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত ধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। এসব অবহেলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১৫- ১৬ অর্থ বছরের বাজেটে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য ৮ কোটি টাকা এবং দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জন্য ১৮ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচির উদ্ভব। চলতি অর্থবছরে মোট ২.১৫ কোটি লোককে এর আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১,৫৮৬.২৫ কোটি টাকা।

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৮.৭৫ লক্ষ জনমাসের জন্য ১,৩১০.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ভিজিডিঃ এ কর্মসূচির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৮৬.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি করে ৯৮১.০৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশব্যাপী প্রায় ২.৭ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১.৭৭ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

ভিজিএফ ও জিআরঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়াধীন ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৪৫৩.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশব্যাপী ৪.০১ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১.০৪ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, জিআর কর্মসূচির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৯০.৬৮ কোটি টাকা। জিআর এর আওতায় চলতি অর্থবছরে ৮০ হাজার মেঃ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৩১.৮৩ হাজার মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ইত্যাদি প্রয়োজনে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য এ কর্মসূচির অধীনে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সাধারণত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১.৫০ লক্ষ টন চাল এবং ২.৫ লক্ষ টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, ১,২৭৪.৪৯ কোটি টাকা উক্ত কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন হিসেবে এ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে হতে পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশের এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যসমূহ: (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০১৫- ১৬ অর্থবছরে ১৫০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত সমুদয় বরাদ্দ অবমুক্ত করা হয়েছে। এর আওতায় দুটি পর্যায়ে কার্যক্রম চলছে। প্রথম পর্যায়ে ৮,৩১,১৮১ জনকে সুবিধা প্রধান করা হয়েছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশের মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলা যথাঃ রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম এলাকার জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৌসুমী বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং উপকারভোগীদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা এসেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাসের জন্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন তহবিল কার্যক্রমের অধীনে চলমান কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, ন্যাশনাল সার্ভিস, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য চলমান কর্মসূচিসমূহের অনুকূলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৯২৪৯.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-২০০২ পর্যন্ত সময়ে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,২১০টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০২- ২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ -২) প্রকল্পের অধীনে ৬০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে ৫০ হাজার গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৮৩৬.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২,৫২০টি পরিবারকে পূনর্বাসন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

পরিচালনার মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারগুলোকে প্রশিক্ষিত করা হয়। পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প।

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। জাতীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৭৩টি উপজেলায় ঋণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ঋণ তহবিল ৩৭.৭৫ কোটি টাকা থেকে ক্রমপুঞ্জিত আকারে ১০২.০৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় (ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল) হতে ৫০টি উপজেলা এবং ৫৮টি সদর উপজেলা শাখাসহ মোট ১০৮টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় ২৩.১৩ কোটি টাকা ঋণ তহবিল থেকে ঘূর্ণায়মান আকারে ৫৬.৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গৃহায়ণ তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণ তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-৯৮ সালে গৃহায়ণ তহবিল গঠন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত এ তহবিলের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত ২৯৮.০০ কোটি টাকার মধ্যে দরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ বাবদ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১৮৮.০১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ১৪১.০৪ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায় করা হয়েছে ১৩৩.১৫ কোটি টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের তুলনায় আদায়ের হার ৯৪.৪১ শতাংশ। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে ১০.৮৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য এ কর্মসূচিতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৬৪,১৬৯টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ৫১৪টি এনজিও'র মাধ্যমে বর্তমানে দেশের ৬৩টি জেলার ৪০৩টি উপজেলায় গৃহায়ণ তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও দেশের হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ণ তহবিল কাজ করছে। এ তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নির্মাণাধীন হোস্টেলে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিকের আবাসন সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়াও, ঢাকার নীলক্ষেতে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল এবং সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমজীবী মহিলাদের জন্যে ১৪ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল/ডরমিটরী নির্মাণ প্রকল্পদ্বয় গৃহায়ণ তহবিল স্টিয়ারিং কমিটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। উভয় প্রকল্প মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হবে।

উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিতে গৃহায়ণ তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এরই মাঝে ১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, ২০০১ এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একটি বাড়ি একটি খামার

সরকার প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মূল উপকারভোগী। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য হতে সর্বোচ্চ ৫০ শতক জমির

মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় সর্বোচ্চ এক একর জমির মালিক সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষকে এ প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

এটি একটি স্থায়ী দারিদ্র্ বিমোচন মডেল। এ মডেলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়ী পুঁজি গঠন, গড়ে উঠা পুঁজির নিরন্তন বিনিয়োগ, ধারাবাহিক উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি। সর্বোপরি বিনিয়োগকৃত অর্থ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা। অর্থাৎ নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহার। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত দেশের ৪০,১৭৩টি গ্রামে মোট ২২ লক্ষ পরিবারকে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় খামার গড়াসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সমিতির তহবিলে বর্তমানে গড়ে ৯-১৪ লক্ষ টাকা মজুদ আছে। এ সকল গড়ে উঠা সমিতির মোট তহবিলের পরিমাণ ২,৬৯০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ৯০৬ কোটি টাকা; যার বিপরীতে সরকার বোনাস ও আবর্তক তহবিল হিসাবে প্রদান করেছে ১,৬৬০ কোটি টাকা। সঞ্চিত তহবিল দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনের নিরিখে প্রতি গ্রামে ৪০-৫০ টি হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য ও সব্জি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে । অনুরূপ খামারের সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। এসব খামারে বিনিয়োগের পরিমাণ ২,৬০৬ কোটি টাকা। এ বিনিয়োগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ফলশ্রুতিতে এলাকার জনগণ মুক্তি পেয়েছে এনজিও/ অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের চড়া হারের সুদযুক্ত ঋণ ও কিস্তির দায় থেকে।

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে এ প্রকল্পের অধীনে মোট উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা হবে ২৪ লক্ষ। একই সময়ে এ সকল পরিবারের নিজস্ব সঞ্চয় ও সরকারের দেয়া অনুদানের গড়ে ওঠা তহবিল ৩,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। সঞ্চিত তহবিল বিনিয়োগে উক্ত সময়ে মধ্যে গড়ে উঠবে ২৫ লক্ষাধিক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র খামার। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং স্থায়ী দারিদ্রমুক্তি ঘটবে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২০ সালের মধ্যে এক কোটি পরিবার তথা পাঁচ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্রমুক্ত হবে। যা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। 'ঋণ নয় প্রশিক্ষণ' সিভিডিপি'র মূলনীতি। প্রকল্পটি ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৯৯৯-২০০৪ পর্যন্ত সময়ে সিভিডিপি পল্লী উন্নয়ন মডেল হিসেবে রূপ লাভ করে। এর ধারাবাহিক সফলতার প্রেক্ষিতে পাইলট স্কিম হিসেবে দেশের ১৯টি জেলার ২১টি উপজেলায় ১,৫৭৫ গ্রামে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্পের সাফল্যের কারণে বর্তমান সরকার প্রকল্পের ২য় পর্যায় অনুমোদন করেছে। দেশের ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় ৪,২৭৫টি গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ৪,২৭৫ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন ও নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পটির মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬,৮৩,০৪৭ জন এবং পুঁজি গঠিত হয়েছে ১৫১.০৫ কোটি টাকা। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ৪,৩০,০৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ১,৬৪,৫১৩ জনের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমবায়ীদেরকে প্রায় ২১০.৪৬ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। সিভিডিপিভুক্ত সমিতিগুলো স্থানীয় জাতি গঠনমূলক সংস্থা এবং এনজিওসমূহের সাথে সমন্বয় করে দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করছে।

ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

চর, হাওড়, বাওড়, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে কাজের সংস্থান হয় না এমন অতি দারিদ্রপীড়িত অঞ্চল, পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় 'ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,০১২.৬৫ কোটি টাকা। প্রকল্পটির

মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্চ, ২০১৬ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচনে অফেরতযোগ্য সম্পদ হস্তান্তর এবং কৃষি ও অ-কৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ। ৪১টি পার্টনার এনজিও ৩০টি জেলায় ১১৫টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ৩,০৯,৫০৯ জন সুফলভোগী পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে ৬,৩৬,৭৮৯ জন নারী ও ৫,৫৪,১৩৮ জন পুরুষ। নির্বাচিত সুফলভোগী পরিবারের মাঝে ৮,০০০-১৫,০০০ টাকা করে সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ৮,৯১১টি দল গঠন করা হয়েছে এবং ৭৬৩টি সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠন করা হয়েছে; তন্মধ্যে ১৩০টির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪,৯৪,৪৪৭ জন সুফলভোগী পরিবারকে পুষ্টি সহায়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪,৭১২ জন সুফলভোগী পরিবারকে ৩,৮২১ একর খাস জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া এডভোকেসী ও রিসার্চ কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারক, আইন প্রণেতা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজকে অতিদরিদ্র-বান্ধব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের অতিদরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নয়নে এ প্রকল্প ফলপ্রসূ অবদান রাখছে। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯১৪.১২ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১০০.৮৯ কোটি টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪৩.০৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৪২.৭১ শতাংশ।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি -২য় পর্যায়

চর এলাকা ও বিভিন্ন পশ্চাদপদ এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র বিমোচনে 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার মোট ১৫০টি ইউনিয়ন জুড়ে প্রকল্পটির ব্যাপ্তি। প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৫৫ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের আড়াই লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৩৭.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচি' দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে চর এলাকার আটটি জেলা- টাঙ্গাইল, পাবনা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর জেলার ৩১টি উপজেলার ১২৬টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৭৮ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ৩.৩৫ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে সুবিধা পাবেন।

প্রকল্পটির আওতায় চর এলাকায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৭৮,০০০ পরিবারকে সম্পদ হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৮,০২৬টি পরিবারে সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৬১টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় ৩,৭৮১টি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে; ৩২,৬৬৮টি সেটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে ১৯,৯০,৩৮১ জন চরবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৭৫,৬২২টি বসতভিটা উচুঁকরণের মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান; নিরাপদ পানির জন্য ১০,৭৪৩টি টিউবওয়েল এবং পয়ঃনিষ্কাশন এর জন্য ১,৪৮,২৬৮টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গা মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের জন্য ১৭,৬৬,৩৭৭ জন-দিবস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

বিআরডিবি'র অধীনে বিভিন্ন সংস্থার দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। সঞ্চয়, পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, লভ্যাংশ বিতরণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক মুক্তি অর্জনে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশ, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সুসংহতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধনে সমবায়ের বিকল্প নাই। সমবায় এ দেশের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর ফলে সমবায় বিস্তৃতি লাভ করেছে গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে শিল্পে এবং অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে। বর্তমানে সারাদেশে নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১,৮৮,৯৯০টি। এর মধ্যে জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের

সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৬৯টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৮৭,৭৯৯টি। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১২,৮৬২.৩১ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম এখনও চলমান আছে সেগুলো হলোঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি ক্ষুদ্র ঋণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে বিআরডিবি একদিকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইউসিসিএ-কেএসএস পদ্ধতিতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, দারিদ্র নিরসনমূলক উন্নয়ন প্রকল্পের/কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা ও মানবসম্পদ, উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা যথা: স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, গণশিক্ষা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে অব্যাহতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুরু থেকে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে যার বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও দারিদ্র নিরসনমূলক। চলমান প্রকল্পগুলোতে দারিদ্র দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বিআরডিবির ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মোট শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৩২.৫০ কোটি টাকা। বিআরডিবি ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১২,৬০৯.৬৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ১১,৪৩৪.৭৫ কোটি টাকা আদায় করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। চলতি অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) বার্ড ৯৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৪,৫৩৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বার্ড বর্তমানে কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকদের ভূমিকা, মহিলা উদোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন (TQM), ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব, কুমিল্লার কৃষকদের কৃষির সমস্যা ও সম্ভাবনা, দু:স্থ নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন সন্তুষ্টি ও কার্যকারিতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বার্ড ১৫০.৪১ কোটি টাকা ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে এবং ১২৮ কোটি টাকা আদায় করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। একাডেমিতে ১৯৭৩-৭৪ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৩,৫৬,৪৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মার্চ, ২০১৫ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১০টি গবেষণা ও ২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ৩৭১টি গবেষণা ও ৩৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৫৩টি গবেষণা এবং ৫টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের কৃষি উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি ২ লক্ষ ৫৯ হাজার পরিবারের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে ৩৭,০১৮ একর জমি উন্নত সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

একাডেমির সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) বিগত ২০০০-০১ অর্থ বছর থেকে জানুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৯০.১৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে একই সময়ে ৭৯.২১ কোটি টাকা আদায় করেছে

এবং ঋণ আদায়ের হার ৯০.৯৯ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে (জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত) ৭.৬৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭.১৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে ;ঋণ আদায়ের হার ৯০.০৬ শতাংশ।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫২টি জেলার ৩৫১টি উপজেলায় ৩৯৬টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ৯.৮৭ লক্ষ গ্রামীণ জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পিডিবিএফ-এর আওতাভুক্ত উপজেলাগুলো দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকাজুড়ে অবস্থিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ মহিলা। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত পিডিবিএফ ৮,৫৬৪ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ঐ সময়ে বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৯৮ শতাংশ আদায় করেছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে প্রায় ১০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রায় ৫০ লক্ষ উপকারভোগীর সরাসরি আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনই এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ হতে শুরু হয়ে বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ৩,৭১৪টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১,১২,২৪১ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত মোট ৩৭০.৩০ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ২৯৫.৬৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯৪.০০ শতাংশ। সদস্যগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ যাবত মোট ২৮.৪৫ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে, ২০১২ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কাযর্কর ভূমিকা রাখার স্বার্থে এবং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসেবে এটিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা একাডেমির প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। একাডেমির শুরু থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ২৬,১০৯ জন সুফলভোগী এবং সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক

আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দেশের বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক/যুব মহিলাদের উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে কর্মসংস্থান ব্যাংক ঋণ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে ঢাকা ব্যতীত প্রতিটি জেলা সদরে ১টি করে ৬৩টি, উপজেলা পর্যায়ে

১৪২টি এবং প্রধান শাখাসহ ঢাকা মহানগরীতে ৭টি শাখা নিয়ে মোট ২১২টি শাখার মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৩,৯৫,৭৩৯ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ২,৯৩১.৮১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ২,৮৭৯.৭৫ কোটি টাকা। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ২,৬৮৪.৬০ কোটি টাকা এবং আদায়ের হার ৯৩ শতাংশ।

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতাস্মারক অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুনঃ কর্মসংস্থানের এ কর্মসূচির অধীন ফেব্রুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৮,৫৮৭ জন স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীর অনুকূলে ১০২.৫১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে আদায়যোগ্য ৯৯.১৯ কোটি টাকার মধ্যে ৮৮.৭৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৮৯ শতাংশ।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতাস্মারক অনুসারে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের বিশেষ তহবিলের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ২,২৯৯ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৬৫.৫৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত অর্থের মধ্যে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ৭২.৭০ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত আদায়ের পরিমাণ ৬৮.১৭ কোটি টাকা, আদায়ের হার ৯৪ শতাংশ।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ -এ দেয়া হলো:

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকায়)

	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধভোগী	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১.	**নিজস্ব কর্মসূচি**	২,৭৬৩.৭৩	২,৭০৫.৬৬	২৫২৫.০৯	৯২	৩,৭৪,৮৫৩	১৩,৫৩,৩১
২.	**বিশেষ কর্মসূচিঃ**						
	ক) শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের	৯৯.৬১	৯৫.৭২	৮৪.১৩	৮৮	১৮০৪৮	৬৫১৫৩
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা	৬৫.১৭	৭২.৭০	৬৮.১৭	৯৪	২২৭৯	৮২২৭
	উপমোট (বিশেষ কর্মসূচি)	১৬৪.৭৮	১৬৮.৪২	১৫২৩০	৯০	২০৩২৭	৭৩৩৮০
	সর্বমোট	**২৪৭৭.৩০**	**২৪০৯.৯১**	**২২১৪.৪৭**	**৯২**	**৩৫২৫১৬**	**১২৭২৫৮২**

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ তার ২৭৪টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ক্রমপুঞ্জিত ২৩,১২৭.৯১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সকল সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম দেশের সকল জেলায় বিস্তৃত রয়েছে। এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত মোট সদস্য সংখ্যা ১.১৬ কোটি, এর মধ্যে মহিলা ৯০ শতাংশের অধিক। উল্লিখিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৮৮.৮০ লক্ষ জন। এর মধ্যে মহিলা ঋণগ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৯১ শতাংশ। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আর্থিক সেবার

মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-উপকারভোগী পর্যায়ে ঋণস্থিতি রয়েছে যথাক্রমে ১৪৭১.৭০ কোটি টাকা ও ১২,৬১৫.০৪ কোটি টাকা।

পূর্বে পিকেএসএফ থেকে কেবল পল্লী ক্ষুদ্র ঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে পিকেএসএফ তার মূলধারার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান শুরু করে, যথা- (ক) পল্লী ক্ষুদ্র ঋণ (খ) নগর ক্ষুদ্র ঋণ (গ) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (ঙ) মৌসুমী ঋণ (চ) কৃষিখাত ক্ষুদ্র ঋণ এবং (ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম। সারণি ১৩.৯ -এ পি কে এস এফ-এর ক্ষুদ্র ঋণ সমিতির তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৯: পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত (জুন, ২০০৭ পর্যন্ত)	অর্থ-বছর									ক্রমপুঞ্জিত (ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত)
		২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬(ডিসে:২০১৫ পর্যন্ত)	
বিতরণ	৪২৫৬.৮৩	১৪০৮.০৮	১৮১৯.৫৩	১৯৪১.৭০	১৯৩১.২৮	২৩২০.০০	২৪৫০.৬১	২৭০৪.৫০	২৮২৩.৬৮	১৪৭১.৭০	২৩১২৭.৯১
আদায় (কোটি টাকায়)	২২২০.৭৫	১০০৯.৮৮	১৩৫২.৯২	১৬৭৮.২০	১৮৯৪.২৬	২১৩৭.৭২	২৩১৬.৬৬	২৫১৯.০২	২৫৭৮.৭৪	১৪১৫.৮০	১৯১২৩.৯৫
ঋণ আদায়ের হার (%)	-	৯৭.৭৩	৯৮.২১	৯৮.৫৫	৯৮.৬৩	৯৮.৫০	৯৮.৩৪	৯৮.৮৫	৯৯.০৮	৯৯.০৯	৯৯.০৯
সহযোগী সংস্থা	-	২৫৭	২৫৭	২৬২	২৬৮	২৭১	২৭২	২৭৩	২৭৪	২৭৪	২৭৪
সুবিধাভোগী (ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা)	-	৮২৮৩৮১৪	৮২৬২৪৬৫	৮৩৮৬২১৪	৮২২৮৫৩৩	৬৬৫১৩১০	৭৮৬৫৮২২	৮১৩১২৬৯	৮৫৪৭২১৪	৮৮৭৯৯২২	৮৮৭৯৯২২
মহিলা	-	৭৬১০৫৮১	৭৫৯৭০৬৭	৭৭২৩৭১২	৭৫২৭৫৪৬	৬০৮৮২৬০	৭১৬৭৫৩৩	৭৪১৭২৪৯	৭৭৯৮১২৩	৮১১১২১৮	৮১১১২১৮
পুরুষ	-	৬৭৩২৩৩	৬৬৫৩৯৮	৬৬২৫০২	৭০০৯৮৭	৫৬৩০৫০	৬৯৮২৮৯	৭১৪০২০	৭৪৯০৯১	৭৬৮৭০৪	৭৬৮৭০৪

সারণি ১৩.১০: পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

পর্যায়	২০১৪-১৫ অর্থ-বছর			২০১৫-১৬ অর্থ বছর (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত)		
	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	ঋণ আদায়ের হার (%)	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	ঋণ আদায়ের হার (%)
পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে	২৮২৩.৬৮	২৫৭৮.৭৪	৯৯.০৮	১৪৭১.৭০	১৪১৫.৮০	৯৯.০৯
সহযোগী সংস্থাসমূহ থেকে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে	২২৩৪৪.০৪	২০০১৫.৬৪	৯৯.৬৭	১২৬১৫.০৪	১১৫৮২.৬৮	৯৯.৬৭

উৎসঃ পিকেএসএফ

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO)ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

ক্ষুদ্র ঋণ খাতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কর্মসূচি ও সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের

লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আমানতকারীদের আমানত নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল গঠনের নিমিত্ত একটি কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত ৬৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি পরিমাণ ৩৬২.৪১ বিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চয়স্থিতি ১৩২.০২ বিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ৭৫৭টি প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করা হয় এবং আইন ও বিধির আলোকে সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিচালনা না করায় সনদপ্রাপ্ত ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়। আবার দরিদ্র জনগোষ্ঠির তুলনায় যেসব এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম তেমন বিস্তার লাভ করেনি সেসব জেলা থেকে এবং সমাজে পিছিয়ে থাকা বিশেষ গোষ্ঠি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় ইচ্ছুক ২০৬টি প্রতিষ্ঠানকে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাক

ব্রাক দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী সংস্থা। ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। বিশেষতঃ সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মানুষ যেমন অতিদরিদ্র চরবাসী, দুঃস্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১,৬৬,০৯৯.২৬ কোটি ও ১,০৪, ৮৮২.২৩ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ঋণের উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৩,৩৭,৯৫১ জন এবং এর মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৬,৭১,০০৪ জন, যা মোট উপকারভোগীর ৮৭.৫ শতাংশ।

আশা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর দ্রুতবর্ধমান ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী সংস্থা হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আশার ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬৩ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে ১৪,৬৩৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ দাঁড়িয়েছে ১,০২,৯০৫.৮০ কোটি টাকা এবং আদায় ৮৯,৬১১ কোটি টাকা।

প্রশিকা

১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে। বর্তমানে প্রশিকা দেশের ৫৯টি জেলার ২৪,১৩৯টি গ্রাম ও২,৩৮০টি বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ৫,৪০৫.৫৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৫,৯৩৬.৩৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

টিএমএসএস

টিএমএসএস জাতীয় পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা দারিদ্র দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃতি লাভ করেছে। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ১১,৭০৬.৪২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যুরো বাংলাদেশ

ব্যুরো বাংলাদেশ একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৯০ সালে টাংগাইল জেলায় এর কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৬৪টি জেলার ৪০৬টি উপজেলার ৩,৫১৭টি পৌরসভা/ইউনিয়নের ৩১,৩৯৮টি গ্রামে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। বর্ণিত এলাকাসমূহে ৬৪৮টি শাখা কার্যালয়ের ৫৫,৯৬২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৩,৯৫,৭২৪টি দরিদ্র পরিবারের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে দেশের ২৭টি জেলার ১৬৯টি উপজেলার ৯,৮৯৪টি গ্রামে সংস্থাটির কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে এসএসএস- এর প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা ৫১৭,৯৩৯ জন। উপকারভোগীর ৯৮ শতাংশই মহিলা। অবশিষ্ট দুই শতাংশ পুরুষ ও শিশু। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ হয়েছে ৮,৮৯১.২৪ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮,০৫০ কোটি টাকা।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ

স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লাভের পর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি সেল হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সাল থেকে একটি নিবন্ধিত বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে কতিপয় সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ৪০টি জেলার ১৫৯টি উপজেলায় স্বনির্ভর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫,১৪,৪০০ জন বিত্তহীন ঋণগ্রহীতাকে ২০৮৩.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ১৮১৩.৬২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

এছাড়াও, অন্যান্য এনজিওসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.১১-এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১১ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

	২০১০ ক্রমপুঞ্জিত	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত)
ব্র্যাক							
বিতরণ	৫০৪৪৬.৬২	৮৬২৬.৭৮	১০৪২২.২	১২১১৪.৮৯	১৫১৯০.৪৯	১৯২৯৮.২৮	১১৬০৯৯.২৬
আদায়	৪৬০৮২.৫৮	৭৭২৭.২৬	৯৬৮৯.৭৪	১০৯৬৬.১২	১৩২৮১.৭২	১৭১৩৪.৮১	১০৪৮৮২.২৩
সুবিধাভোগী	-	৬৭৭০৩৩৮	৫৮৩৫৮৬১	৫৬৪০৬৮৪	৫৫১০৯০৫	৫৩৭৭,৯৫১	৫৩৭৭১৫১
মহিলা	-	৬৩০২৯৪৬	৫৩৮০২৬৫	৫০৭৪১৮১	৪৮৭৬৪৪৫	৪৬৭১,০০৪	৪৬৭১০০৪
পুরুষ	-	৪৬৭৩৯২	৪৫৫৫৯৬	৫৬৬৫০৩	৬৩৪৪৬০	৭০৬৯৪৭	৭০৬৯৪৭
আশা*							
বিতরণ	৪১০১১.২৭	৮৬৭০.২২	৯৫৬৮.৭১	১০৭৩৯.১৫	১১৬০৫.৬	১৭,৬৮৩.২৬	১০২৯০৫৮০
আদায়	৩৭২৫৬.৫৮	৭৬৮৩.৫	৯২২১.৫৯	৯৬৭৮.৯২	১০৪২৬.৯১	১২,৭৯৩.৩২	৯১০৪৬৫৯
সুবিধাভোগী	-	৪৯৩৫৬৮৫	৪৭৩৫৫৪৫	৪৮৫৯৫৮৮	৫৩২২৩৫১	৬,৯৯২,১১২	৬৯৯১১১২
মহিলা	-	৪২৯৭৮৯৬	৪৫৬৯৩৫৬	৪৬৯৮৭১৬	৪৯০৫১৭৫	৬,৪০০,২৫৭	৬৪০০২৫৭
পুরুষ	-	৬৩৭৭৯০	১৬৬১৮৯	১৬০৮৭২	৪১৭১৭৬	৫৮২,৫২২	৫৯০৮৫৫
প্রশিকা							
বিতরণ	৪৪০৭.৮৬	২০৭	২৩০.২৩	১১৮.৭১	২২২.৪২	২১৯.৫১	৫৪০৫.৭৩
আদায়	৪৭৪৭.৪৪	২৩৪	৩১৫.৪৮	১৩৭.৬৩	২৫৩.৩১	২৪৮.৪৭	৫৯৩৬.৩৩
সুবিধাভোগী	-	১৩৭,১২৯	১৩৯৬৪৫	১৩০,৫২২	১০৮৫৯০	১০২৫৩৫	
মহিলা	-	৮৯,৬৫৪	১০৬৭৩২	৯১৩৬৫	৭৬০১৩	৭৪২১৫	
পুরুষ	-	৪৮,২৭৫	৩২৯১৩	৩৯১৫৭	৩২৫৭৭	২৮৩২০	
স্বনির্ভরবাংলাদেশ*							
বিতরণ	১০৪৪.৬৬	১৯৭.৯	২২০.৪৪	১৯৭	২০১	৯৮	২০৮৩.১২
আদস	৮৪৩.৪	১৬১.৯৩	১৯১.৬৭	১৮৬	১৯৭	১০৩	১৮১৩.৬২
সুবিধাভোগী	-	১২৪২৬০	১২১২৫১	১০৩১৮১	১০৬৯৪৭	৫৫৪৭৫	১৫১৪৪০০
মহিলা	-	১০৭৩৩৩	১০০১০৩	৮৫৫৭৩	৮৬৬২৭	৩৭৮৮০	১২৬৬১৪১
পুরুষ	-	১৬৯২৭	২১১৪৮	১৭৬০৮	২০৩২০	১৭৫৯৫	২৪৮৯০৩
কারিতাস							
বিতরণ	১২৬৭.৯২	২৩৭.০৪	২৬৫.৯৩	২৮৬.৪	২৯৭.৩৫	৩১৭.১৬	২৬৭১.৯০

	২০১০ ক্রমপুঞ্জিত	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত)
আদায়	১১৫৬.৩৬	২০৯.০৫	২৫২.২৮	২৭৩.৭৬	২৯১.৬২	৩১০.০৭	২৪৯৩.১৪
সুবিধাভোগী	-	৪৩৪৫	১৯২৫১	১০৯২৮	৩৭৮৯৭	২৯,২১৭	২৪৯৭৯২
মহিলা	-	৪০৩৪	১১৪৩১	৫৬৪৮	২২৮১৮	১৮,৪২১	২১২৩৮৪
পুরুষ	-	৮৩৭৯	৭৮২০	৫২৮০	১৫০৭৯	১০,৭৯৬	৩৭৪০৮
টিএমএসএস							
বিতরণ	৩৮৮৮.০৩	৯৯১.৪৬	১২০৮.৮২	১৪৭০.৭১	১৮৯৪.৪৯	২৯৬৩.৮	১৩৬৬১.৪৩
আদায়	৩৪৫৭.০৮	৮৭০.৬৫	১০৮৮.৮১	১৩১৮.৯৩	১৬২৩.৯৮	২৫৪০.৪	১২০৮০.১৭
সুবিধাভোগী	-	৫০,১৩৪	৩৬৮,৫৭৯	৪৪৯,১৫৫	৫৬৪১২৭	৫১৯১১৮	৪৮৩৩৭৪৩
মহিলা	-					-	
পুরুষ	-					-	
বুরো বাংলাদেশ							
বিতরণ	৩৯১১.০৮	১১৯১.০১	৭১১.৬৫	২২১১.০৯	২২৩৬.৪৩	২৩৯৪.৫১	১২৬৫৫.৭৭
আদায়	৩৩৫৪.৯৬	১১০৯.০৫	৬৬১.৩৩	১৫৯৯.৫৭	২৩৪২.৩৯	১৯০৭.৮৯	১০৯৭৫.১৯
সুবিধাভোগী	-	১০৪৩৫৪১	১০৮২৭৮৯	১,৭৩২,১২০	১২৫৩৮৩৫	১২৬৯৪১১	
মহিলা	-					-	
পুরুষ	-					-	
এসএসএস							
বিতরণ	২৭৪৯.১৬	৮২৬.৫২	১০৯৮.৯৩	১২৪৯.০০	১৩১৬.৩২	১৬৮৬.২৬	৮৮৯১.২৪
আদায়	২৪১৩.৩৭	৭৪০.৬৪	৯৩৮	১২৩৮	১২২৯.৩৩	১৫০৭.১৭	৮০৫০
সুবিধাভোগী	-	৪২২০৭৫	৪৭৪০০০	৪৬১১১৯	৪৭৩১১৬	৫০৭২৯৫	-
মহিলা	-	৪০৬৭৮৬	৪৫৯৪৪৬	৪৪৮৬৫৮	৪৬২৫৬৭	৪৯৮৫১৮	-
পুরুষ	-	১৫২৮৯	১৪৫৫৪	১২৪৬১	১০৫৪৯	৮৭৭৭	-
মোট							
বিতরণ	১০৮৭২৬.৬	২০৯৪৭.৯৩	২৩৭২৬.৯১	২৮৩৮৬.৯৫	৩২৯৬৪.১	৪৪৬৬০.৭৩	২৬৪৩৭৪.২৫
আদায়	৯৯৩১১.৭৭	১৮৭৩৬.০৮	২২৩৫৮.৯	২৫৩৯৮.৯৩	২৯৬৪৬.২৬	৩৬৫৪৫.১৩	২২৫৩০৫.২৭

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত,

গ্রামীণ ব্যাংক

জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের প্রায়োগিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিদ্রদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি বিবেচনায় এনে গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৭২টি উপজেলার আওতাধীন ৮১,৩৯২টি গ্রামে ৮৮.০৭ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.৫১ ভাগ মহিলা। এ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১,২৩,০১৮.৩১ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১,১৩,৩৭৬.০৮ কোটি টাকা। সারণি ১৩.১২-এ গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১২: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ জানু ১৬ পর্যন্ত	ক্রম জানু ১৬ পর্যন্ত
বিতরণ	৪৫৯০.৫৫	৫০১৯৪৪.	৫৫৬১	৭১৮৪৫৯.	৮৭৫৪৪১.	১০২৯৫৯৮.	১১৫৭৭.১৬	১২০৮১	১২৯৪১.৪৫	৭৭৭৬.৫৪	১২৪৫৫০.২৩
আদায়	৩৭৬৯.৮২	৪৮০২৫২.	৪৯৫৫	৬১০৫৩৪.	৭৬৭৫৭৭.	৯২৭৬৭৬.	১০৭৬২.০৮	১১৬৭১	১২৫৬২.৪৮	৭৭২৪.০৭	১১৪৬৬০.৬৮
আদায়ের	৯৮.৪৯	৯৮৬১.	৯৮১১.	৯৭৮১.	৯৭২০.	৯৬৮৯.	৯৬.৮৯	৯৭২৩.	৯৭.৫৩	৯৮.১৪	৯৮.৪৮
শাখার	৬৪৮ টি	২৪৬	৮৬	৪০	৭	১	২	০	০	১	২৫৬৮ টি
গ্রামের	১৫,১১৮ টি	৯৫১৯	৩৬৫৩	২১৭৫	২৯	১৭	৩	৫	৩	৩	৮১৩৯২ টি
সুবিধা	৬৩,৯০,১৪৮	৭২০৮৪৫৫	৭৫২৭৭০	৭৯০৪৭৯৭	৮২৭৬৪৯৪	৮৩৭৪৯১০	৮৩৭৯৪৫২	৮৪২৫১৪	৮৬২৪৯৪৮	৮৬৫৩৭৯৭	৮৮১৫১৯২ জন
মহিলা	৬১৬১৪৫২	৬৯৭২৩৫১	৭২৯০৬০	৭৬৫৯৭৩৯	৭৯৮০৫৮১	৮০৫৭০৩৯	৮০৫৪২৪৯	৮১০৩৯	৮৩০১৫৫৭	৮৩২৬২৮৪	৮৫০৬৬৯৮
পুরুষ	২২৮৬৯৬৮	২৩৬১০৪	২৩৭০৯	২৪৫০৫৮	২৯৫৯১৩	৩১৭৮৭১	৩২৫২০৩	৩২১১৯৪	৩২৩৩৯১	৩২৭৫১৩	৩০৮৪৯৪ জন

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

সারণি ১৩.১৩ -এ ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। উক্ত ব্যাংক সমূহের ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৫,৭৮৮.৪ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩১,৩০৯.৪৯ কোটি টাকা।

সারণি ১৩.১৩ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০০৭-০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	ডিসে- ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক										
বিতরণ	৬১৬৩	৬১৭.৪৪	৭৫৫.৫৭	৬৭৬.২৩	৭২৩.৯৫	৬৬৮.৯৯	১০৬৩.১৫	১০৪১	৭১৮	১৪০৫৮
আদায়	৮৫৪৪.০১	৭৪৩.৬৬	৬৭৮.২৮	৮১২	৮৫১.২৪	৮৬৫.৭২	১১৬৬.৯১	১২৪৪	৭৫৫	১৫৬৬১
আদায়ের হার (%)	১০৯.৬২	১২০.৪৪	৮৯.৭৭	১২০.০৮	১১৭.৫৮	১২৯.৪১	১০৯.৭৬	৪৫	৩৮	৬৫
সুবিধাভোগী	১৭৯১৮৮	২০৮৪৭৮	২৫১৮৫৬	১৬৪৯০৬	১,৫৯,০৪৫	২৪৫৩৪৪	২৬২১৪৯	২২৯৭৭৩	১২৪৭২৯	৭০৭১৩৭৫
অগ্রণী ব্যাংক										
বিতরণ	২০২৮	৩৩৯.৬৬	৪৮৭.৯২	৩৩.৬১	৮৪৭.৪১	৭৯৮.১৬	৬০২	২১২০.৫০	১৪৮১.০৬	১০৯২২.৪৭
আদায়	২০৯০.১২	৩৩৬.৮২	৪০০.৩৭	৬৬.৬	৮৭৮.৫৪	৮৩০.৩৫	৫২৮	৩০৫১.৮৫	২১৯৩.৫৯	৮৪১৬.৮১
আদায়ের হার (%)	১০৩.০৬	৯৯.১৬	৮২.০৬	১৯৮.১৬	১০৩.৬৭	১০৪.০৩	৮৭.৭১	৭৪	৭৩	৭৬
সুবিধাভোগী	১১৫৩৮৩	১৩৯৯০৩	১৫৮৯৭৮	৫৯৫৪	১,১৮,৬৬৬	১১৭২৩৬	১,৩২,৩১৭	১২৮৮৫০	৮৫৯০১	৭৫০০১৬
জনতা ব্যাংক										
বিতরণ	৩০৪৪.৫১	৫৬০.৯৪	৬৩১.৬৩	৭২২.৩৬	৭২৬.৫২	৭৩৬.৪৮	৭৩৭.৩	৭৫১.৫৭	৪৭০.০৩	৮৩৮১.৪৪
আদায়	২৫৪৪.৮৫	৪১২.৮৩	৪০০.২৪	৫১২.২৩	৫৫৩.২৭	৫২৫.৫৪	৬৪১.৩৫	৬৯৮.৯১	৪১৪.৫৩	৬৭০৩.৭৫
আদায়ের হার (%)	৮৩.৫৯	৭৩.৬	৬৩.৩৭	৭০.৯১	৭৬.১৫	৭১.৩৬	৮৬.৯৯	৯৩.০০	৮৮	৮০.০০
সুবিধাভোগী	১২৪৪৮৩	১২৪৬৫৩	১৩০৯২১	৯৩০৩০	১০৮২৫৪	২৪৫২৮৮	৫৪৮১৩৪	১০৪৫৬৩	৫৬১৭০	২১০৬৯৫২
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক										
বিতরণ	১২০৬.২	৪৭.৮২	৯৮.৪৯	৫৩.৪২	৫৫.২২	৭৩.৭	১০০.৪৯	৯৬.৫৬	৩৭.৮৬	১৭৬৪.৭৬
আদায়	১০১২.০৩	৪৫.৫৬	৭৬.০২	৫১.২৫	৫৩.৬৯	৫১.৩৮	১০৯.৩৭	১০৬.৭৭	২০.৭৩	১৫২৬.২০
আদায়ের হার (%)	৮৩.৯	৯৫.২৭	৭৭.১৯	৯৫.৯৪	৯৭.২৩	৬৯.৭২	১০৮.৮৪	১১১	৫৩.১৭	৮৬.২৪
সুবিধাভোগী	৪৭৭৬১	৪৯৩৫৬	৩৫০৪৪	৩১৮৪৯	২৮৫৩৫	২৮২৮৪	১৪৯১৯	১৬৫২৯	১০২৮৪	১৯৫৪৬৯৯
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক										
বিতরণ	২৫০.৯৭	১৮.০৩	১৮.৬১	২৭.৬৮	২৯.২২	৩৯.০৪	৩৮.২৩	২৪.৮৮	১৪.১৩	৪৬০.৭৯
আদায়	১৮২.৭২	১৫.৭৬	১৭.৪	১৯.২৩	১৯.৯৫	৩৭.০৩	৪০.৭৮	২৯.০৭	১৫.০৪	৩৭৬.৯৯
আদায়ের হার (%)	৭২.৮১	৮৭.৪১	৯৩.৫	৬৯.৪৭	৬৮.২৮	৯৪.৮৫	১০৬.৬৭	১১৭	১০৬	৮১.৮১
সুবিধাভোগী	১৫৮০৮	১৬২৩৬	১৬১২১	১২২৫১	১১৩৩৩	১২৬০২	১০৪৮০	৩৮৩২	৩৯৭৫	
রুপালী ব্যাংক										
বিতরণ	৮৮.৩১	১৬.৮৮	২২.৬৯	২১.৭৮	১৫.৬৭	১৬.৬৩	১২.১৭	১১.৪৪	১৯.১৫	২০০.৯৪
আদায়	৬২.৫৭	১৪.৭৯	১৮.৮৯	২৩.৭৯	১৭.৬৩	১৬.৬৮	১৭.৩৮	১৫.৭১	৩১.৩০	২১৮.৭৪
আদায়ের হার (%)	৭০.৮৫	৮৭.৬২	৮৩.২৫	১০৯.২৩	১১২.৫১	১০০.৩	১৪২.৮১	১৩৭.৩২	১৬৬.০০	১০৯.০০
সুবিধাভোগী	৪২৪২	৩৪৫৮	৫৬২৭	৭৫২০	৯১৩৪	১৩৫৫৪	১৫৮৪৯	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০১৪১
মোট										
বিতরণ	১৪৪১২.৪৩	১৬০০.৭৭	২০১৪.৯১	১৫৩৫.০৮	২৩৯৭.৯৯	২৩৩৩	২৫৫৩.৩৪	৪০৪৫.৯৫	২৭৪০.২৩	৩৫৭৮৮.৪
আদায়	১৪৪৩৬.৩	১৫৬৯.৪২	১৫৯১.২	১৪৮৫.১	২৩৭৪.৩২	২৩২৬.৭	২৫০৩.৭৯	৫১৪৬.৩১	৩৪৩০.১৯	৩১৯০৩.৪৯
আদায়ের হার (%)	১০০.১৭	৯৮.০৪	৭৮.৯৭	৯৬.৭৪	৯৯.০১	৯৯.৭৩	৯৮.০৬	৯৬.২২	৮৭.৩৬	৮৩

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১৪-এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৪:অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর, ১৫পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত, কোটি টাকায়) (কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৬৪০,৬৮২	৩৫৭,২৭৬	৯৯৭,৯৫৮	১,৯১৪৫০.*	৯৭.১২
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭৮	২,৭৫৯	২,৯৩৭	৪২০.৬৬	৯৭
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২,৩০৮	৪০,২৭২	৪২,৫৮০	১৩,৮৭৪.৫৮	৯২.১১
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৭৪৮,৩৭০	১৯৮,৯৩৫	৯৪৭,৩০৫	১৩,০৪৪.৫১	৯৯.৪৭
দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	১,০৫৪	১৯,১৫৫	২০,২০৯	২৯৫.১৪	৯১
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৩৩২,৯৯৩	৯২,৬২৮	৪২৫,৬২১	৫৫১.১০*	৯৮.৫৫
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৮২৬	১১,৫৬৮	১২,৩৯৪	১০৮.৮৪১*	৭৭.৫৫
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৩৬,৯০৩	১৪,৮৪০	১৫১,৭৪৩	১,৪৭৮.৭০	১০০
মোট	১,৮৬৩,৩১৪	৭৩৭,৪৩৩	২,৬০০,৭৪৭	৩৩,৪২০.২৭	৯৪.১

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৪,৪৫২.৮৯ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ১২,৯৪৮.৯ কোটি টাকা (সারণি ১৩.১৫)। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

সারণি ১৩.১৫: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ (ডিসেম্বর,	ডিসে, ১৪ পর্যন্ত ক্রম.
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**									
	বিতরণ	৮২৯৮.৪	৮৪১.৯	১০০০.	৯৩১.৪৭	৯৩৫.	৯৭২	৯৮৫.৮৮	৬৮১.২৩	১২৬০৯.৬৪
	আদায়	৬৯৮৮.৮	৬৭৪.৪৪	৭৩৭.৭৭	৮৭১.৯১	৮১৫.০৩	৮৮৪.৫৮	৯১০.৪২	৬২৮.৭০	১১৪৩৪.৭৫
	হার (%)	৯২.২	৯৩	৯১	৯০	৯৪	৯২.৩৪	৯২	৯৬.৫৪	৯০.৬৮
	বার্ড									
	বিতরণ	৮৮.৮২	৬.৬৫১	৯.৯৫	৬.৭৭	১৪.৮৬	১৪.৭১	৪.১১	৪.৫৪	১৫০.৪১
	আদায়	৯০.১৭	৫.২৯৫	৬.৫৯	২.১৬	৮.৬৩	৯.০৩	২.৫৬	৩.০৮	১২৮
	হার (%)	১০৩.৬২	৭৯.৬১	৬৬.২৩	৩১.৯১	৫৮.০৮	৬১.৩৯	৬২.২৯	৬৮	৮৫.১০
	আরডিএ									
	বিতরণ	২৫.৬৪	৬.৭২	৬.৯১	৬.১৯	৯.৫৪	১৩.৬৮	১৩.৮৬	৭.৬৪	৯০.১৮
	আদায়	২১.৬৮	৬.২	৬.২৫	৬.৩৬	৮.০১	১২.১২	১১.৪৬	৭.১৩	৭৯.২১
	হার (%)	৮৪.৫৬	৯২.২৬	৯০.৪৫	১০২.৭৫	৮৩.৯৬	৮৮.৬	৯২.০৫	৯০.০৬	৯০.৯৯
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	**জাতীয় মহিলা সংস্থা**									
	বিতরণ	৩৪.৯১	০.০০	০.০৪	২.৫৬	২.০০	৯.১৭৫	৩.০১	২.৬৬	৫৪.৩৬
	আদায়	৩৫.৪৪	০.০৩		৪.৯২	২.১০	৭.৪৫	১.৬৬	১.৯৬	৩.৬৩
	হার (%)	১০১.৫২		০	১৯১.৮৫	১০৫	৮১.২৪	৫৫.৩৯	৭৩.৬৫	-
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**									
	বিতরণ	৪.৯৯	০.৪৩	০.৬৪	০.৭৭	১.১৭	১.২৬	১.৭১	১.২৩	৮.১৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ (ডিসেম্বর,	ডিসে, ১৪ পর্যন্ত ক্রম.
	আদায়	৫.৪৫	০.৪৫	০.৬৭	০.৭৮	১.২২	১.৩২	১.৭৮	-	৭.২৩
	হার (%)	১০৯.২২	১০৫.১৩	১০৪.১২	১০১.৮৫	১০৫	১০০.৫৯	১০৩.৯৮	-	৮৮.৪৪
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**									
	বিতরণ	৮৬৪.১৮	৬১.০৪	৭০.০৩	৮৪.২৬	৯০.৬৮	৮৮.৯৬	৫৭.৫৩	১৩১৬.৬৮	১৪১৩.৮৩
	আদায়	৭৫৫.৫৮	৫৫.১	৬১.৫৯	৭০.০৫	৭৫.৬৪	৫৩.৯৫	৫১.৩২	১১২৩.২৩	১২১৮.৬১
	হার (%)	৮৭.৪৩	৯০.২৬	৮৭.৯৫	৮৩.১৪	৮৩.৪১	৬০.৬৪	৮৯.২	৮৫.১৩	
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড**									
	বিতরণ	৪৮.০৯	১.৫৯২	১.৩৬	২.১৪	১.৮৪	২.৬৬	৪.০৩৫	২.৯৬	৬৪.৬৮
	আদায়	২৬.২৪	২.০৮৩	১.৯৭	২.২	২.৬৭	২.৩৯	৩.১৬৬	১.৮৭	৪২.৫৮
	হার (%)	৩৭২.৮৭	১৩০.৮৪	১৪৪.৮৫	৫৮.২২	১২৩.৪৩	১২৮	১৪৪.৭৫	১১৫.৩৪	৬৭.৬৯
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	২২.৪২	৭.৩	৩.৯৪	১০.২৩	৩.৪	৫.৫৬	৭.০০	৫.১৫	৬১.৪১
	আদায়	৮.৭৬	২.৮৪	৫.২৫	৯.৮৯	৯	৩.২৫	৪.৫২	৪.২৪	৩৪.৮৯
	হার (%)	৩২	৪০.৪	৫৬	৬০	৫৯	৬৩	২৪	১৩	৭২

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।